সংবাদ

ত্রিশালে ৪২ ছাত্রের চুল কেটে দিলেন শিক্ষক! উত্তেজনা

ত্রিশাল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি

ময়মনসিংহের ত্রিশালে আর জি উচ্চ বিদ্যালয়ে জোড় পূর্বক ৪২ শিক্ষার্থীর চুল কেটে দিয়েছে এক শিক্ষক। এ সময় তাকে চুল কাটায় সহযোগিতা করেন বিদ্যালয়ের অপর ২ শিক্ষক। এ ঘটনায় এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

সরেজমিনে জানাযায়- রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার হরিরামপুর ইউনিয়নের সাউদকান্দা আর জি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হাবিবুর রহমান বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আমির হামজা ও অপর শিক্ষক মেজবাহ আলমের উপস্থিতিতে ৮ম শ্রেণীর ৩ ছাত্রকে অফিস রুমে ডেকে এনে সিগারেট খায় কিনা গাঁজা খায় কিনা জিজ্ঞেস করে কাল তোদের চুল কাটতে বলেছিলাম চুল কাটিসনি কেন বলেন।

এসময় শিক্ষক হাবিবুর রহমান সহকারী প্রধান শিক্ষকের হাতে থাকা একটি কাচি নিয়ে অফিসে উপস্থিত ৩ ছাত্রের মাথার সামনের চুল কেটে দেন।

পরে শিক্ষক হাবিবুর রহমান, সহকারী প্রধান শিক্ষক আমির হামজা ফরাজী ও শিক্ষক মিজবাউল আলম প্রথমে ৮ম শ্রেনী কক্ষে পরে ৯ম শ্রেনী ও ৭ম শ্রেণী কক্ষে ঢুকে মোট ৪২ জন শিক্ষার্থীর চুল কেটে দেয়। পরে শিক্ষার্থীদের চুল কাটার ঘটনা জানাজানি হলে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে জড়ো হয়ে কেন তাদের সন্তানদের এভাবে চুল কাটা হলো তার কারন জানতে চাঁন। এদিকে আজ সোমবার আরজি উচ্চ বিদ্যালয়ের অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচন হওয়ার কথা থাকায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধীকারী দৃটি প্যানেলের কর্মী সমর্থকরা দু ভাগে বিভক্ত হয়ে এক পক্ষ শিক্ষকদের পক্ষ নেয়ার অপর পক্ষ অভিভাবকদের পক্ষ নেয়ায় উভয় পক্ষের মাঝে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।

পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে। এব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এমদাদুজ্জামান জানান-ঘটনার সময় আমি বিদ্যালয়ে ছিলাম না পরে এসে শুনেছি। এব্যাপারে বিদ্যালয়ের বর্তমান সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার নুরুল আমিন কালাম জানান-আজ সোমবারের বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির অভিভাভব সদস্য নির্বাচন। এই নির্বাচনটিকে বানচাল করতেই একটি চক্রের ইশারায় শিক্ষকরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। ত্রিশাল থানার এসআই শামীম জানান পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।